



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 869 - 877

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

উৎপল দত্তের নাটকে ইতিহাস ও রাজনীতি

ড. আইরিন পারভিন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, মুর্শিদাবাদ

Email ID: dr.irinparvin17@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Utpal Dutt,
Drama, History,
Politics,
Marxism,
People's Theater
Movement,
Revolutionary
Theater, Anti-
Colonialism,
Class Struggle,
Brechtian
Dramatic Theory,
Jatra, Kallol.

Abstract

Utpal Dutt (1929-1993) is an unforgettable personality in the Bengali theater world, whose plays exhibit a remarkable fusion of history and politics. This essay provides a detailed analysis of Utpal Dutt's dramatic works, highlighting his Marxist philosophy, the influence of the People's Theater Movement, and the reflection of anti-colonial struggles. Dutt's plays, such as 'Kallol', 'Barricade', 'Tin er Talwar', 'Mahabidroho' and others, present historical events in a political context, propagating messages of exploitation, revolution, and class struggle. His dramatic works reflect the political instability of post-independence India, anti-fascism, and socialist aspirations, which are conveyed to the general public through Brechtian dramatic theory and jatra-street plays. This essay examines Dutt's biography, dramatic thought, analysis of major plays, and evaluates his contributions, revealing his unforgettable role in the history of Bengali drama. The essay demonstrates that Dutt's plays are not merely entertainment, but instruments of revolutionary propaganda, which reinterpret colonial history and awaken political consciousness.

Discussion

প্রতিরোধের অস্ত্র যখন নাটক : উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) বাংলা নাট্যজগতের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যার নাটকগুলি ইতিহাস এবং রাজনীতির গভীর সম্বন্ধের উজ্জ্বল উদাহরণ। তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ অবিভক্ত বাংলার বরিশালে, যা বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত। তাঁর শৈশবকাল কেটেছে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে, যেখানে সাহিত্য এবং শিল্পের প্রতি আকর্ষণ প্রথম থেকেই ছিল। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে তিনি থিয়েটারের জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৪৭ সালে, ভারত স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরে, তিনি 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীকালে 'পিপলস লিটল থিয়েটার' নামে পরিচিত হয়। এই গ্রুপটি প্রথমে ইংরেজি নাটক, বিশেষ করে শেক্সপিয়র এবং ব্রেখটের নাটক মঞ্চস্থ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি বাংলা নাটকের একটি শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়। উৎপল দত্তের নাট্যজীবন শুধুমাত্র অভিনয় বা নির্দেশনায় সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি ছিলেন একজন লেখক, পরিচালক, অভিনেতা এবং থিয়েটারের তাত্ত্বিক। তাঁর কর্মকাণ্ড বাংলা সিনেমাতেও সাবলিলভাবে প্রভাবশীল। যেখানে তিনি অসংখ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রধান অবদান রয়েছে রাজনৈতিক থিয়েটারে।

উৎপল দত্তের নাট্যচিন্তা মার্কসবাদী দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে থিয়েটার শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। তাঁর মতে, নাটককে ‘প্রপাগান্ডা’র অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, যা জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জাগরণ করবে। এই চিন্তাধারা তাঁকে গণনাট্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে, যা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অংশ ছিল। ১৯৫০-এর দশকে তিনি ম্যাক্সিম গোর্কির ‘লোয়ার ডেপথস’ এর মতো নাটক বাংলায় অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেন। তাঁর নাটকগুলি ‘এপিক থিয়েটার’ শৈলীতে লেখা, যা বার্টোল্ট ব্রেক্টের থেকে অনুপ্রাণিত। এই শৈলীতে দর্শককে আবেগী না করে চিন্তা করতে বাধ্য করা হয়, যাতে তারা সমাজের অসঙ্গতি উপলব্ধি করে। কিন্তু উৎপল দত্ত এই শৈলীকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত করেন, এইভাবে তিনি যাত্রা এবং লোকনাট্যের উপাদান যোগ করে গ্রামীণ দর্শকদের কাছে পৌঁছান। তাঁর নাটকগুলি শ্রমিক, কৃষক এবং শোষিত শ্রেণির সংগ্রামকে কেন্দ্র করে, যা ঔপনিবেশিক শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

পোস্টকলোনিয়াল ভারতে উৎপল দত্তের নাটকগুলি একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে, যেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বুর্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি সেই অস্থিরতাকে ধরে ফেলেন। তাঁর নাটকগুলি ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে পুনর্ব্যাখ্যা করে, যাতে এটি সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের সাথে যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর নাটকগুলিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেমন ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ, ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহ, তিতুমীরের কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদিকে ব্যবহার করে তিনি শ্রেণিসংগ্রামের বার্তা দেন। তিনি বলতেন যে ইতিহাসকে ‘Fact’ এবং ‘Truth’ এর মধ্যে পার্থক্য করে দেখতে হয়— ‘ফ্যাক্ট’ হল বুর্জোয়া ইতিহাস, যা শোষক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা, কিন্তু ‘ট্রুথ’ হল বিপ্লবী ইতিহাস, যা শোষিতদের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নাটকে প্রতিফলিত, যেখানে ইতিহাসকে রাজনৈতিক সংগ্রামের অংশ করে তোলা হয়।

উৎপল দত্তের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৬০-এর দশকে, যখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট) এর সাথে যুক্ত হন। তাঁর নাটক ‘অঙ্গার’ (১৯৫৯) একটি কয়লা খনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে, যা পুঁজিবাদী শোষণের সমালোচনা করে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বিতর্কিত নাটক ‘কল্লোল’ (১৯৬৫), যা ১৯৪৬-এর রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির মিউচনিকে চিত্রিত করে। এই নাটক কংগ্রেস পার্টির ভূমিকাকে সমালোচনা করে, যা বিদ্রোহকে দমন করতে ব্রিটিশের সাথে আপস করে। ফলে তাঁকে ১৯৬৫ সালে গ্রেফতার করা হয়। আবার ১৯৬৭ সালে ‘তীর’ নাটকের জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, কারণ এটি নকশাল আন্দোলনকে সমর্থন করে বলে অভিযোগ। নকশালবাড়ী আন্দোলনের সময় তাঁর নাটকগুলি বিপ্লবী প্রচারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তাঁর স্ট্রিট থিয়েটার, যেমন ‘স্পেশাল ট্রেন’ (১৯৬১), ‘সমাজতান্ত্রিক চাল’ (১৯৬৫), ‘দিন বদলের পালা’ (১৯৬৭) ইত্যাদি, সরাসরি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেয়।

তাঁর নাটকে ইতিহাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে পুনর্ব্যাখ্যা করেন, যাতে এগুলো পোস্টকলোনিয়াল ভারতের সমস্যাগুলির সাথে যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ‘মহাবিদ্রোহ’ (১৯৮৯) নাটকে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহকে ‘প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ হিসেবে দেখানো হয়, কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিতে এটি শ্রেণিসংগ্রামের উদাহরণ। এখানে তিনি ফ্রান্সিস ফ্যাননের সহিংসতার তত্ত্ব ব্যবহার করে দেখান যে শোষণের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিরোধ প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, ‘তিতুমীর’ (১৯৭৮) কৃষক বিদ্রোহকে চিত্রিত করে, যা সমকালীন কৃষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত। ‘দিনের তলোয়ার’ (১৯৭১) বাংলা রেনেসাঁসের সমালোচনা করে, দেখায় যে এই ‘জাগরণ’ মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতা-পূর্ণ ছিল। তাঁর নাটকগুলি যাত্রা শৈলীতে লেখা, যা গ্রামীণ দর্শকদের আকর্ষণ করে। ১৯৬০-৮০-এর দশকে তাঁর যাত্রা নাটক যেমন ‘বৈশাখী মেঘ’ (১৯৭৪), ‘অরণ্যের ঘুম ভাঙছে’ (১৯৭৮), ‘সাদা পোশাক’ (১৯৭৯) ইত্যাদি ঐতিহাসিক থিম ব্যবহার করে পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

উৎপল দত্তের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল না; তাঁর প্রভাব ভারতীয় রাজনৈতিক থিয়েটারে সমান ভাবে প্রবাহমান। তিনি শেক্সপিয়রের উপর বই লিখেছেন এবং বিপ্লবী সিনেমা ও থিয়েটারের উপর প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর বই ‘অন থিয়েটার’ থিয়েটারের তাত্ত্বিক দিকগুলি আলোচনা করে। তাঁর জীবনের শেষ দিকে, ১৯৯৩ সালের ১৯

আগস্ট কলকাতায় মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকার অমর। তাঁর নাটকগুলি আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ এগুলি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা দেয়।

উৎপল দত্তের নাট্যকর্মের উদ্দেশ্য : সুসমাজের আকাঙ্ক্ষা : উৎপল দত্তের নাট্যকর্ম বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ এবং মৃত্যু ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট। তিনি শুধুমাত্র একজন নাট্যকার নন, বরং অভিনেতা, নির্দেশক এবং রাজনৈতিক প্রচারক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন পরিপূর্ণ। তাঁর নাটকসমূহে রাজনীতি, ইতিহাস এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রকৃত মেলবন্ধন দেখা যায়, যা গণনাট্য আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখে।

উৎপল দত্তের নাট্যকর্মকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়— পূর্ণাঙ্গ নাটক, পথনাটিকা (স্ট্রিট প্লে) এবং যাত্রাপালা। তাঁর মোট রচিত নাটকের সংখ্যা শতাধিক, যার মধ্যে ২২টি পূর্ণাঙ্গ নাটক, ১৫টি পোস্টার নাটক (পথনাটিকা) এবং ১৯টি যাত্রা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি অনেক অনুবাদ নাটকও রচনা করেছেন, যেমন শেক্সপিয়ার, গোগোল এবং মলিয়ারের কাজগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেছেন। তাঁর নাট্যকর্মের প্রধান থিম হল শ্রেণিসংগ্রাম, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধিতা, ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা এবং পুঁজিবাদী শোষণ তাঁর নাটকের মূল উপাদান। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে বর্তমানের সমস্যা তুলে ধরেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর নাটকসমূহে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটনা রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে ব্যবহৃত। একই সাথে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী ঘটনা যেমন প্যারিস কমিউন, অক্টোবর বিপ্লব, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, চীনের বিপ্লব ইত্যাদি তাঁর নাটকে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগিত। এই নাটকসমূহ প্রায়শই সরকারবিরোধী বলে নিষিদ্ধ হয়েছে, যেমন ‘কল্লোল’ (১৯৬৫) নাটকের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। এটি ১৯৪৬ সালের রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত, যা স্বাধীনোত্তর ভারতে কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে।

উৎপল দত্তের নাট্যকর্মের শুরু ১৯৫০-এর দশকে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক ‘ছায়ানট’ (১৯৫৮), যা শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামকে তুলে ধরে। এরপর ‘অঙ্গার’ (১৯৫৯), যা কয়লাখনির শোষণকে কেন্দ্র করে রচিত এবং গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট। ‘ফেরারী ফৌজ’ (১৯৬১) নাটক আজাদ হিন্দ ফৌজের দুঃসাহসিক অভিযানকে কেন্দ্র করে, যা ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের খণ্ড অধ্যায়। এটি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসকে পুনর্ব্যাখ্যা করে। ‘ঘুম নেই’ (১৯৬১) এবং ‘মে দিবস’ (১৯৬১) নাটকসমূহ শ্রমিক দিবস এবং অধিকারের লড়াইকে উদ্দীপ্ত করে। ‘মেঘ’ এবং ‘রাইফেল’ নাটকসমূহে যুদ্ধ-বিরোধিতা এবং বিপ্লবী চেতনা প্রকাশিত। ‘সীমান্ত’ এবং ‘দ্বীপ’ নাটকসমূহে সীমান্ত অঞ্চলের সমস্যা এবং দ্বীপবাসীদের শোষণ তুলে ধরা হয়েছে। ‘স্পেশাল ট্রেন’ নাটকে রেল শ্রমিকদের সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে।

১৯৬০-এর দশকে দত্তের নাট্যকর্ম আরও রাজনৈতিক হয়ে ওঠে। ‘কল্লোল’ (১৯৬৫) নাটক নৌবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে, যা ঔপনিবেশিক শোষণ এবং রেসিয়াল বৈষম্যকে তুলে ধরে। এটি স্বাধীনোত্তর ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে। ‘তীর’ (১৯৬৭) নাটক নকশাল আন্দোলনের প্রভাবে রচিত, যা সরকারি দমনমূলক নীতির সমালোচনা করে। ১৯৭০-এর দশকে ‘টিনের তলোয়ার’ (১৯৭১) নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত, যা ১৮৭৫-৭৬ সালের কলকাতার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে। এটি নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নাটকটিতে মধ্যবিত্ত চেতনা, শ্রেণিসংগ্রাম এবং ইতিহাসচেতনার মেলবন্ধন দেখা যায়। ‘ব্যারিকেড’ (১৯৭২) নাটক নাৎসি জার্মানির উত্থানকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে ভারতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সমালোচনা করে। এটি নিষিদ্ধ হয় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বার্তার জন্য।

‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ নাটক সরকারি নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়, কিন্তু উৎপল দত্ত কায়দা করে নাম বদলে মঞ্চস্থ করেন। ‘এবার রাজার পালা’ নাটক রাজনৈতিক ব্যঙ্গ। ‘সূর্যশিকার’ (১৯৭৮) নাটকে শোষিত শ্রেণির লড়াই এবং রাজনৈতিক মুক্তির থিম। ‘মানুষের অধিকার’ (১৯৬৮) ডকুমেন্টারি নাটক, যা আমেরিকান রেসিয়াল অত্যাচার (স্কটসবোরো বয়েজ কেস)

কে কেন্দ্র করে শ্রেণিসংগ্রামের সাথে যুক্ত করে। ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের রাজনৈতিক সংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে, যা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী।

১৯৮০-এর দশকে ‘মহাবিদ্রোহ’ (১৯৮৯) নাটক ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে, যা শ্রেণিসংগ্রামের প্রতিফলন হিসেবে উপস্থাপিত। ‘তিতুমির’ নাটকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং তিতুমিরের লড়াই, ‘মীরকাসিম’ নাটকে ১৮শ শতাব্দীর নবাব মীরকাসিমের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র। ‘লাল দুর্গ’ (১৯৯০) নাটকে পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রের পতনকে কেন্দ্র করে কমিউনিজমের সংকট তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য নাটকসমূহ যেমন ‘দিল্লী চলো’, ‘লেনিন’, ‘রাতের অতিথি’ ইত্যাদি বিপ্লবী চেতনা প্রচার করে।

দত্তের পথনাটিকা এবং যাত্রাপালা গ্রামীণ এবং শহুরে জনগণের কাছে পৌঁছে বিপ্লবী বার্তা প্রচার করে। যাত্রা যেমন ‘দিল্লী চলো’, পথনাটিকা যেমন ‘মে দিবস’। তাঁর নাটকসমূহে হাস্যরস এবং ব্যঙ্গের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমালোচনা করা হয়েছে, যা দর্শককে আকৃষ্ট করে। তাঁর প্রভাব বাদল সরকার, শম্ভু মিত্রের মতো নাট্যকারদের উপর স্পষ্ট। ১৯৯০ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি ফেলোশিপ পান। উৎপল দত্তের নাট্যকর্ম আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা। তাঁর কর্ম বাংলা নাটককে বিপ্লবী থিয়েটারের দিকে নিয়ে গেছে, যা ইতিহাস ও রাজনীতির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করে।

উৎপল দত্তের নির্বাচিত নাটকসমূহে ইতিহাস ও রাজনীতির একত্রে পথচলা—

১. ‘কল্লোল’ (১৯৬৫) : রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির মিউটিনি এবং কংগ্রেসের সমালোচনা : ‘কল্লোল’ উৎপল দত্তের একটি প্রধান রাজনৈতিক নাটক, যা ১৯৪৬ সালের রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির মিউটিনিকে কেন্দ্র করে রচিত। এই ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ, যা কলকাতা, বোম্বেসহ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। নাটকে উৎপল দত্ত এই ঘটনাকে শ্রেণিসংগ্রামের প্রতীক হিসেবে দেখান। নাবিকদের অভাব, বৈষম্য এবং ঔপনিবেশিক অত্যাচারকে তুলে ধরে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেন যে এই বিদ্রোহ ছিল শোষিত শ্রেণির উত্থান।

রাজনৈতিক ভাবে, নাটক কংগ্রেস পার্টির সমালোচনা করে। কংগ্রেস এই বিদ্রোহকে সমর্থন না করে ব্রিটিশের সাথে আপস করে, যা উৎপল দত্তের মতে বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতা। নাটকে দেখানো হয় কীভাবে গান্ধীবাদী অহিংসা বিপ্লবকে দুর্বল করে। এই নাটকের জন্য তাঁকে ১৯৬৫ সালে গ্রেফতার করা হয়, কারণ এটি সরকার বিরোধী প্রতিবাদকে উস্কে দেয়। এখানে ইতিহাসকে ব্যবহার করে উৎপল দত্ত স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সমালোচনা করেন, যা নকশাল আন্দোলনের সময়ও প্রাসঙ্গিক ছিল।

২. ‘টিনের তলোয়ার’ (১৯৭১) : বাংলা রেনেসাঁস এবং ঔপনিবেশিক সমালোচনা : ‘টিনের তলোয়ার’ ১৯শ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক কলকাতাকে পটভূমি করে। নাটকটি বাংলা রেনেসাঁসের সমালোচনা করে, দেখায় যে এই ‘জাগরণ’ ছিল মধ্যবিভূক্ত সীমাবদ্ধতা-পূর্ণ, যা পিতৃতান্ত্রিকতা এবং ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়নি। ঐতিহাসিকভাবে, নাটক রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখের সংস্কার আন্দোলনকে ধরে, কিন্তু উৎপল দত্ত দেখান যে এই সংস্কারগুলি শোষিত শ্রেণিকে স্পর্শ করেনি। তাই তো ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের ভূমিকায় স্বয়ং নাট্যকার বলেছেন -

“বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে - যাহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোনও নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা।। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠ পোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই।। যাঁহারা পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয় - বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি।। - যাঁহারা আমাদের শৈলেন্দ্র-সদৃশ পূর্বসূরি।।”

রাজনৈতিক ভাবে, নাটক সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে তুলে ধরে। ‘টিনের তলোয়ার’ প্রতীকীভাবে দুর্বল প্রতিরোধকে নির্দেশ করে, যা বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। নাটকে নারীর ভূমিকা (যেমন তীর, সূর্যশিকার) দেখানো হয়, যা

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই নাটক নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সমালোচনা করে, যা ঔপনিবেশিক যুগের অবশেষ ঘোষণা করে।

৩. 'তিতুমীর' (১৯৭৮) : কৃষক বিদ্রোহ এবং অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিজম : 'তিতুমীর' ১৮২৭-১৮৩৩ সালের কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে, যা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ছিল ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে। উৎপল দত্ত এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে দেখান, যেখানে এটি শ্রেণি সংগ্রামের উদাহরণ। নাটকে দেখানো হয় কীভাবে জমিদার এবং ব্রিটিশের একযোগে শোষণ, কৃষকদের দুর্দশাময় জীবনের জন্য দায়ী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ভাবে, নাটক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংহিতাকে তুলে ধরে। এটি সমকালীন ভারতের কৃষক আন্দোলন (যেমন নকশালবাড়ী) এর সাথে যুক্ত। উৎপল দত্ত এখানে নারী চরিত্রদের (যেমন সাহসী কৃষক নারী) মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক শোষণকে সমালোচনা করেন, যা রাজনীতিকে আরও ব্যাপক করে।

৪. 'মহাবিদ্রোহ' (১৯৮৯) : ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ : 'মহাবিদ্রোহ' ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহকে (প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ) চিত্রিত করে। ঐতিহাসিক ভাবে, এটি গ্রিজড কার্ট্রিজের গুজব থেকে শুরু হয়ে বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্বে ছড়িয়ে পড়ে। কার্ল মার্ক্স এই বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেছেন –

“১৮৫৭- এর যুদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ নয়, জাতীয় অভ্যুত্থান।”^২

উৎপল দত্ত এটিকে সংগঠিত বিদ্রোহ হিসেবে দেখান, যেখানে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে (যেমন ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্পের ধ্বংস) সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক ভাবে, এই নাটক ফ্যাননের সহিংসতার তত্ত্ব ব্যবহার করে দেখায় যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনও কখনও অবশ্যই সহিংসতা প্রয়োজন। চরিত্রদের মধ্যে যেমন হীরা সিং পিতার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে হয়ে ওঠে বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতীক। এই নাটক স্থানীয় অভিজাতদের সাথে ব্রিটিশের যোগাযোগের সমালোচনা করে, যা পোস্টকোলোনিয়াল ভারতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়।

৫. অন্যান্য নাটক : 'ব্যারিকেড', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'তীর' ইত্যাদি : 'ব্যারিকেড' (১৯৭২) নাৎসীদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সংগ্রাম দেখায়, যা হিটলারের উত্থানের ইতিহাসকে রাজনৈতিক ফ্যাসিজমের সমালোচনায় ব্যবহার করে। 'অজেয় ভিয়েতনাম' (১৯৬৬) ভিয়েতনাম যুদ্ধকে চিত্রিত করে, যা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতির বার্তা দেয়। 'তীর' (১৯৬৭) নারীর সংগ্রামকে দেখায়, যা ঔপনিবেশিক এবং পিতৃতান্ত্রিক অত্যাচারের ইতিহাসকে রাজনৈতিক ভাবে উপস্থাপিত করে। 'ব্যারিকেড' নাটকের ভূমিকায় ইয়ান পেটারসেন লিখছেন –

“ফ্যাশিবাদ কি? কিভাবে ধাপে ধাপে ফ্যাশিস্টরা বোম্বো মেঘের মতন আচ্ছন্ন করে ফেলে দেশের আকাশ? ডাক্তার, বিচারপতি, গৃহস্থ বধু, ধর্ম যাজক, সাংবাদিক, সর্বপ্রকারের বুদ্ধিজীবী কি ঘরের দরজা বন্ধ করে রাজপথের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারেন? ফ্যাশিবাদ কি রেহাই দেবে কাউকে? জার্মানিতে নাৎসি অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা বলে, শেষপর্যন্ত ব্যারিকেডে এসে দাঁড়াতে হবে সবাইকে, যদি না বড় বেশি দেরী হয়ে যায়।”^৩

এই নাটকগুলিতে উৎপল দত্ত যাত্রা এবং পথ নাটক ব্যবহার করে গ্রামীণ দর্শকদের কাছে পৌঁছান, যা গণনাট্য আন্দোলনের অংশ। তাঁর নাটক ব্যান হয়, কিন্তু জনপ্রিয়তা পায়।

উৎপল দত্তের নাট্য আদর্শ : একনিষ্ঠ সৈনিকের মতো : উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) বাংলা নাট্যজগতের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যাঁর নাট্য চিন্তা এবং আদর্শিক অবস্থান মার্কসবাদী দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তাঁর নাটকগুলি ইতিহাস এবং রাজনীতির সমন্বয়ে বিপ্লবী চেতনা জাগরণ করে, যা থিয়েটারকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার করে তোলে। তাঁর নাট্য চিন্তা— যা এপিক থিয়েটার, লোকনাট্য এবং স্পেকট্যাকলের সমন্বয় এবং আদর্শিক অবস্থান— যা অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিজম,

অ্যান্টি-ফ্যাসিজম এবং শ্রেণিসংগ্রামকে কেন্দ্র করে। এই চিন্তা ও অবস্থান তাঁর নাটকের আদর্শ। যা ইতিহাসকে রাজনৈতিক বার্তার অংশ করে। যা প্রমাণ করে উৎপল দত্তের থিয়েটার আসলে অ্যাসথেটিক্স এবং পলিটিক্সের এক জটিল সম্পর্ক।

তিনি ব্রেকটের অ্যালিয়েনেশন ইফেক্টকে মেলোড্রামা এবং স্পেকট্যাকলের সাথে মিশিয়ে দেন, যাতে গণমানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর নাটকগুলিতে লাইট, সাউন্ড এবং ভিজুয়াল এলিমেন্টস ব্যবহার করে তীব্র আবেগী মুহূর্ত তৈরি করা হয়, যা দর্শককে বিপ্লবী করে তোলে। এই চিন্তা তাঁকে গণনাট্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে, যেখানে থিয়েটার হয়ে ওঠে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের অংশ।

তাঁর নাট্য চিন্তায় ইতিহাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইতিহাসকে হিস্টোরিক্যাল ড্রামা হিসেবে ব্যবহার করে সমকালীন রাজনীতিকে সমালোচনা করেন, যাতে সেন্সরশিপ এড়ানো যায়। উদাহরণস্বরূপ – ‘ব্যারিকেড’ (১৯৭২) নাটকে নাৎসী জার্মানির ইতিহাসকে পটভূমি করে ভারতের ১৯৭১-এর রাজনৈতিক অস্থিরতা— যেমন লেফটিস্ট লিডার হেমন্ত বসুর খুন এবং কংগ্রেসের অভিযোগ এর সমালোচনা করা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাসের মাধ্যমে বর্তমানকে সতর্ক করা যায়। এখানে ইতিহাসকে ব্যবহার করে ফ্যাসিজম এবং আত্মসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা দেওয়া হয়। আরও গভীরভাবে বলতে গেলে, তাঁর নাট্য চিন্তা লোকনাট্য এবং যাত্রার উপাদান যোগ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বুদ্ধিজীবী থিয়েটার সময়ের অপচয়, কারণ এটি গণমানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। তাঁর স্ট্রিট থিয়েটার এবং যাত্রা নাটকগুলি— যেমন ‘অঙ্গার’ (১৯৫৯), ‘কল্লোল’ (১৯৬৫) — পুঁজিবাদী শোষণ এবং ঔপনিবেশিক অত্যাচারকে চিত্রিত করে দর্শককে বিপ্লবী করে তোলে। এই চিন্তা তাঁকে প্রোসেনিয়াম থিয়েটার থেকে রাস্তায় নিয়ে যায়, যাতে থিয়েটার জনগণের হয়ে ওঠে। তাঁর ড্রামাটার্জি এবং স্টেজ টেকনিক— যেমন চরিত্রায়ন যা শ্রেণিসংগ্রামকে প্রতিফলিত করে— তাঁর নাট্য চিন্তার মূল অংশ। উদাহরণস্বরূপ, ‘ব্যারিকেড’-এ চরিত্রগুলি — যেমন সাংবাদিক, যিনি সত্যের জন্য লড়েন — গণতন্ত্রের কার্যাবলী প্রতিনিধিত্ব করে। এইভাবে, তাঁর নাট্য চিন্তা অ্যাসথেটিক্স এবং রাজনীতির মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করে।

তাঁর নাট্য চিন্তা সুদূরপ্রসারী, কারণ তিনি শেক্সপিয়ার এবং গোর্কির মতো লেখকদের অনুবাদ করে ভারতীয় থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর বই ‘অন থিয়েটার’ থিয়েটারের তাত্ত্বিক দিকগুলি আলোচনা করে, যেখানে তিনি বলেন যে থিয়েটারকে বিপ্লবী প্রচারের হাতিয়ার করতে হবে। এই চিন্তা তাঁর নাটকগুলিতে প্রতিফলিত, যা শুধুমাত্র বিনোদন নয়, বরং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যম।

মার্কসবাদ এবং বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি : উৎপল দত্তের মানস সন্তান : উৎপল দত্তের আদর্শিক অবস্থান মার্কসবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)-এর সাথে যুক্ত ছিলেন এবং থিয়েটারকে মার্কসিস্ট প্রকল্পের অংশ হিসেবে দেখতেন। তাঁর আদর্শে অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিজম, অ্যান্টি-ফ্যাসিজম এবং অ্যান্টি-পুঁজিবাদ কেন্দ্রীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে থিয়েটারকে বিপ্লব প্রচার করতে হবে, কপটতা উন্মোচন করতে হবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে। এই অবস্থান তাঁর নাটকে প্রতিফলিত, যেখানে শোষিত শ্রেণির সংগ্রামকে কেন্দ্র করে।

পোস্টকলোনিয়াল ভারতে তাঁর আদর্শগত অবস্থান বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি কংগ্রেসের বুর্জোয়া শাসনকে সমালোচনা করে শ্রেণিসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। উদাহরণস্বরূপ, ‘মহাবিদ্রোহ’ (১৯৮৯) নাটকে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহকে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে দেখানো হয়, যেখানে ফ্রান্টজ ফ্যাননের সহিংসতার তত্ত্ব ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিত্রিত করা হয়। চরিত্রাও ঠিক তেমনটি। যেমন রিসালদার হীরা সিং, যিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়েন, আধুনিক রবিন হুডের মতো — যা সমতামূলক সমাজের আহ্বান করে। এই আদর্শ তাঁকে ঔপনিবেশিক ইতিহাস, পুনর্ব্যাখ্যা করে পশ্চিমী আধিপত্যবাদী বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহায্য করে।

তাঁর আদর্শে নারী এবং লিঙ্গভিত্তিক শোষণও অন্তর্ভুক্ত। নাটকগুলিতে নারী চরিত্রগুলি — যেমন ‘ব্যারিকেড’-এ ইন্সপেক্টর জাউরিটজ, যিনি চরমপন্থা প্রত্যাখ্যান করেন— সামাজিক অবিচারের সমালোচনা করে। তিনি বলতেন, “কমিউনিস্টরা প্রথমে মারা যায়, তারপর অন্যদের পালা আসে।” এই বিশ্বাস তাঁর নাটকে অত্যাচারিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে

সংহতি তুলে ধরে। তাঁর এই আদর্শগত অবস্থানকে কেউ কেউ প্রোপাগান্ডিস্ট বলে মিথ তৈরি করে, কিন্তু এটি তাঁর রাজনীতি এবং অ্যাসথেটিক্সের ধারাবাহিকতা এবং বিচ্ছিন্নতার ফল। তিনিও একসময় আইপিটিএ এবং কমিউনিস্টদের থেকে সমালোচনা পান, কিন্তু তাঁর অবস্থান অটুট ছিল। তিনি আন্তর্জাতিক সংহতি প্রচার করেন। নাটক ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ (১৯৬৬) আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের সংগ্রামকে চিত্রিত করে, যা অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিজমের উদাহরণ। এই অবস্থান তাঁর নাটকে ইতিহাসকে গ্লোবাল রাজনীতির সাথে যুক্ত করে।

সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা এবং বিতর্কই যখন সৃষ্টির শেষকথা : উৎপল দত্তের নাট্যকর্ম বাংলা থিয়েটার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে, কিন্তু একইসাথে অসংখ্য বিতর্কও সৃষ্টি করেছে। তাঁর নাটকসমূহ কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত করার হাতিয়ার, যা গণনাট্য আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখে। উৎপল দত্তের প্রভাব প্রথমত বাংলা নাট্যজগতে দেখা যায়। তিনি রেখটীয় ‘এপিক থিয়েটার’কে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করে নাটককে দর্শক-সক্রিয় করে তুলেছেন। এর ফলে বাংলা থিয়েটারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়, যেখানে নাটক শুধুমাত্র মধ্যবিত্তের বিনোদন থেকে বেরিয়ে গ্রামীণ এবং শ্রমিক শ্রেণির কাছে পৌঁছে। পিপলস লিটল থিয়েটার (পিএলটি) গ্রুপের মাধ্যমে তিনি যাত্রা এবং পথ নাটককে জনপ্রিয় করে তুলেন, যা পরবর্তীকালে বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার এবং অরুণ মুখোপাধ্যায়ের মতো নাট্যকারদের প্রভাবিত করে। উৎপল দত্তের নাটকসমূহ ইতিহাস এবং রাজনীতির মেলবন্ধন বাংলা নাটককে পোস্ট-কলোনিয়াল দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করে, যা ফ্রান্সজ ফ্যানন এবং অ্যান্তোনিও গ্রামশির তত্ত্বের সাথে মিলে যায়। তাঁর কর্ম উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শঙ্কু মিত্র, উত্তরা বৈদ্য এবং মনোজ মিত্রের মতো ব্যক্তিদের উপর স্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে, যাঁরা রাজনৈতিক নাটকের ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের প্রভাব অপরিমিত। তাঁর নাটকসমূহ নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭) এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ‘কল্লোল’ নাটক ১৯৬৫ সালে নৌবিদ্রোহের ইতিহাসকে ব্যবহার করে সরকার বিরোধী প্রতিবাদ জাগ্রত করে, যার ফলে কলকাতায় ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। নাট্যকারের নাটকসমূহ কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)-এর প্রচারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে, যা বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। তাঁর পথনাটক এবং যাত্রা গ্রামীণ এলাকায় পৌঁছে শোষিত শ্রেণির মধ্যে সচেতনতা বাড়ায়, যা ১৯৭০-এর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক ভাবে, তাঁর নাটকসমূহ ভিয়েতনাম যুদ্ধ-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে প্রভাবিত করে, যা ভারতীয় বামপন্থীদের সাথে আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলে।

তাঁর নাটকসমূহ প্রায়শই সরকারবিরোধী বলে নিষিদ্ধ হয়েছে। ‘কল্লোল’ নাটকের জন্য ১৯৬৫ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন, কারণ এটি কংগ্রেস সরকারের ভূমিকাকে সমালোচনা করে। ‘ব্যারিকেড’ (১৯৭২) নাটক নাজি জার্মানির রূপক ব্যবহার করে ভারতে ফ্যাসিবাদের উত্থানকে আক্রমণ করে, যার ফলে নিষিদ্ধতা এবং বিতর্ক সৃষ্টি হয়। জরুরি অবস্থা চলাকালীন তাঁর নাটকসমূহ নিষিদ্ধ হয়, এবং তিনি কারাবাস করেন। সমালোচকরা বলেন যে, তাঁর নাটক প্রপাগান্ডা-মূলক, যা শিল্পের মান কমায়। উদাহরণস্বরূপ, ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের ঐতিহাসিক ঘটনাকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করে সমালোচনা আকর্ষণ করেন। কারণ কেউ কেউ মনে করেন এটি ইতিহাসকে বিকৃত করে। তাঁর মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দুত্ববাদী এবং ডানপন্থী গোষ্ঠীর কাছে বিতর্কিত, যারা তাঁকে ‘দেশবিরোধী’ বলে অভিযুক্ত করে। ১৯৮০-এর দশকে ‘মহাবিদ্রোহ’ নাটক ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে দেখিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল, কারণ এটি জাতীয়তাবাদী কথ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

আরও বিতর্ক উঠেছে তাঁর নাটকের লিঙ্গ এবং ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। কিছু সমালোচকরা মনে করেন যে, উৎপল দত্তের নাটকসমূহে নারী চরিত্রগুলি প্রায়শই বিপ্লবী ভূমিকায় সীমাবদ্ধ, যা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে অপরিপূর্ণ। ধর্মীয় বিষয়ে, ‘তিতুমির’ নাটক সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী হিসেবে দেখিয়ে ধর্মীয় গোষ্ঠীর রোষ আকর্ষণ করে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর গ্রুপ পিএলটি-তে অভ্যন্তরীণ বিতর্কও হয়, যেখানে কিছু সদস্য তাঁর রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বকে সমালোচনা করে। কিন্তু এই বিতর্কসমূহ তাঁর সৃষ্টির প্রভাবকে কমায়নি, বরং তাঁর নাটককে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

আজকের ভারতে, যেখানে রাজনৈতিক সেন্সরশিপ বাড়ছে, সেখানে তাঁর কর্ম অনুপ্রেরণা দেয়। তাঁর বিতর্কিত সৃষ্টি প্রমাণ করে যে, সত্যিকারের বিপ্লবী শিল্প সর্বদা বিতর্কিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তাই তাঁর সৃষ্টির আদর্শ এবং বিতর্ক এক সাথে মিলে বাংলা নাটককে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে, যা আজও অধ্যয়নের বিষয়।

উপসংহার : উৎপল দত্তের নাট্যকর্ম ইতিহাস এবং রাজনীতির মেলবন্ধনের এক অনন্য উদাহরণ, যা বাংলা সাহিত্য এবং থিয়েটারের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাঁর নাটকসমূহ কেবল ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে পুনরুজ্জীবিত করে না, বরং তাদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে বর্তমানের শোষণ এবং সংগ্রামকে উন্মোচিত করে। তাঁর মার্কসবাদী দর্শন, গণনাট্য আন্দোলনের প্রভাব এবং ব্রহ্মচর্য কৌশল তাঁর কর্মকে বিপ্লবী করে তুলেছে। যেমন - ‘কল্লোল’, ‘মহাবিদ্রোহ’, ‘ব্যারিকেড’, ‘টিনের তলোয়ার’ ইত্যাদি দেখিয়েছে যে, ইতিহাস কেবল অতীত নয়, বরং বিপ্লবের অনুপ্রেরণা। তাঁর জীবনী, নাট্যচিন্তা, নির্দিষ্ট নাটক সমূহের বিশ্লেষণ এবং প্রভাব-বিতর্ক আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, তাঁর সাম্যবাদী, শোষণহীন সমাজের আকাঙ্ক্ষা।

এই নাট্যকারের নাটকসমূহে ইতিহাসের ব্যবহার পোস্ট-কলোনিয়াল তত্ত্বের সাথে মিলে যায়, যেখানে তিনি ঔপনিবেশিক কথ্যকে চ্যালেঞ্জ করে স্থানীয় প্রতিরোধের কথা বলেন। উদাহরণস্বরূপ, ‘তিতুমির’ এবং ‘মীরকাসিম’ নাটকসমূহে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং নবাবের লড়াইকে শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা পুঁজিবাদী শোষণের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। রাজনৈতিকভাবে, তাঁর নাটকসমূহ ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রেণি-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আহ্বান জানায়, যা স্বাধীনোত্তর ভারতের অস্থিরতাকে প্রতিফলিত করে। তাঁর কর্ম আজকের প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ বর্তমান সময়ও বড় অস্থির।

উৎপল দত্তের অবদানের মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, তিনি বাংলা নাটককে বিশ্বমানের করে তুলেছেন। তাঁর পিএলটি গ্রুপ আজও সক্রিয়, যা তাঁর উত্তরাধিকার বহন করে। কিন্তু তাঁর বিতর্কিততা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিপ্লবী শিল্প সর্বদা বিরোধিতা আকর্ষণ করে। তাঁর গ্রেপ্তার, নিষিদ্ধতা এবং সমালোচনা প্রমাণ করে যে, তিনি সত্যিকারের বিপ্লবী ছিলেন। ভবিষ্যতে, দত্তের নাটকসমূহ নতুন নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে, যাতে তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করে। শেষকথায়, উৎপল দত্তের নাটক এক বিপ্লবী যাত্রা, যা ইতিহাস এবং রাজনীতিকে একসাথে মিলিয়ে সমাজকে পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। তাঁর অমরত্ব তাঁর কর্মে নিহিত, যা আজও সহৃদয় পাঠককে চিন্তা করতে বাধ্য করে। তাঁর রচনা পাঠ করে পাঠক স্বয়ং বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা হয়ে ওঠে।

Reference:

১. দত্ত, উৎপল, নাটকসমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৭৩
২. দত্ত, উৎপল, নাটকসমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ২৮৫
৩. দত্ত, উৎপল, নাটকসমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ২১৬

Bibliography:

- Dutta Utpol, *Towards A Revolutionary Theatre*. Seagull Books, 2009
Sinha Roy Mollarika, *Utpal Dutt and Political Theatre in Postcolonial India*. Cambridge University Press, 2024
Dutta Uddalak, *Utpal Dutt's Theatre: Continuities and Disjunctions in His Politics and Aesthetics*. Springer Nature, 2023
Roy Aliva, “Subverting Colonial Portraiture: Utpal Dutt's Revisionary Dramatization of Political Violence...”, *Forum for World Literature Studies*, 2022

আজিজ, আসিফ, “উৎপল দত্তের নাটকে রাজনৈতিক চেতনা”, Banglanews24, 2012
“উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ”, NBU-IR, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
দত্ত উৎপল, Wikipedia (English & Bengali), 2024
“স্বাধীনতা-উত্তর কালে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে উৎপল দত্ত”, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, 2023.
“উৎপল দত্তের নাটকে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু”, Facebook Post, 2020
আজম মোহাম্মদ “উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার : Sites.Google, 2023